CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT

MAIN OFFICE: 41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110 062 INDIA
Tel: +91 (011) 4061 6000, 2995 5124, 2995 6110 **Fax:** +91 (011) 2995 5879 **Email:** cse@cseindia.org **Website:** www .cseindia.org
BRANCH OFFICE: Core 6A, Fourth Floor , India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110 003
Tel: +91 (011) 2 464 5334, 2464 5335

LEA VES
OF
IMPOR TANT
SUR VIV AL
TREES
IN
INDIA —
MAHUA,
KHEJDI,
ALDER,
PALMYRA
AND
OAK

সিএসই -প্রেস রিলিজ

'ক্যাপ্টেন আমেরিকা' এবং এর জলবায়ু বিষয়ক প্রতিশ্রুতি: বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া

নতুন দিল্লী ভিত্তিক সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট(সিএসই), মার্কিন বাতাবরণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার পূর্ণ সমীক্ষা প্রকাশ করেছে এবং বলেছে যে জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দুনিয়ার সবথেকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খুব অল্পই কাজ করছে।

- সিএসই, মার্কিন আইএনডিসমূহকে 'নতুন কিছু নয় ও অনৈতিক' বলে অভিহিত করেছে।
- একটি দক্ষিনী উপদেষ্টা মণ্ডলী থেকে এই ধরনের প্রথম একটি সমীক্ষায় সিএসই, মার্কিন জলবায়ু বিষয়ক নীতির কাঁটা-ছেঁড়া করেছে এবং দেখেছে এটি যেমন চলছে তেমন ছাড়া আর কিছুই নয়।
- এই সমীক্ষাটি দেখেছে যে, ২০৩০-এ যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ব্যবস্থা (এনার্জি সিস্টেম), জীবাশ্ম জ্'ালানী থেকে আগত মোট প্রাথমিক শক্তির ৭৬ শতাংশ জীবাশ্ম জ্'ালানী দিয়ে ভারী থাকবে। ২০৩০-এ প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান হবে শুধুমাত্র ১৫ শতাংশ।
- যুক্তরাষ্ট্র এর চলাফেরার রীতি পাল্টাতে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ দেশব্যাপী নীতি রাখছে না। জন পরিবহণে ভ্রমণ কমেছে, বাড়ছে না এবং ৮৬ শতাংশ মানুষজন নিজস্ব গাড়ি চালাচ্ছেন।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি ঘরের জন্য শক্তি(এনার্জি) যোগ্যতা আদর্শসমূহ স্বেচ্ছামূলক এবং দূর্বল। উপরন্তু, আমেরিকাবাসীরা অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ি তৈরী করছে এবং বেশি যন্পাতি কিনছে যা যোগ্যতা উন্নয়নে কোনও প্রকার লাভকে অকার্যকর করে তুলছে।
- একমাত্র শিল্পক্ষেত্রেই শক্তি (এনার্জি) এবং দূষিত বায়ু নির্গমন কমেছে। কিন্তু এর কারণ এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূষিত বায়ু নির্গমনকে বাইরে পাঠাচ্ছে। মার্কিন দেশে ব্যবহৃত জিনিষপত্রের মূল্যের ৬০ শতাংশ আমদানী করা হয়ে থাকে।
- সবমিলিয়ে, গ্রীন হাউস গ্যাস (জিএইচজি)নির্গমনের ক্ষেত্রে নীতি-চালিত নিম্নমুখী প্রবণতার কোনো প্রমাণ নেই। দূষিত বায়ু নির্গমনের প্রবণতায় এটি সুস্পষ্ট, যা ২০০৭-০৮ সালে নিচে যাওয়ার পরে (মন্দার কারণে) আবার ঊর্ধাভিমুখী হয়েছে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের -কিছু যায়- আসে না- মনোভাবের অর্থ জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করার বোঝা ভারতের মত দেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এটি সমগ্র বিশ্বকে ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে দাঁড় করাচ্ছে, কারণ ভারতের মত দেশে - পরিবর্তনশীল জলবায়ুর প্রভাব সুস্পষ্ট, যেখানে খেয়ালী বা অনিশ্চিত আবহাওয়া নতুন 'স্বাভাবিক' হয়ে উঠছে এবং দরিদ্রতম ও সব থেকে দুর্বল জনগোষ্ঠীর পক্ষে বিরাট ক্ষতির দিকে চালিত হচ্ছে।
- এটি অস্বস্তিকর সত্য। সবথেকে অস্বস্তিকর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার ও জীবনযাত্রা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসাযোগ্য করতে হবে।

নতুন দিল্লী, ১৯ই অক্টোবর, ২০১৫: মার্কিন অভিপ্রেত জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান (আইএনডিসি) - র বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগে, দিল্লী ভিত্তিক সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট(সিএসই) বলেছে যে, জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত কিছুই করছে না; অর্থনৈতিক কারণ এবং বাজারের শক্তির জন্যই অধিকাংশ পরিবর্তন প্রাকৃতিকভাবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটছে। আরও খারাপ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিকাশ এবং পণ্যদ্রব্যের ব্যবহারের জন্য উন্নতির অপচয় ঘটছে। 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ুর লক্ষ্য - এক হিসাব' – শিরোনামে সেন্টার তার সমীক্ষাটি আজ এখানে প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে গিয়ে সিএসই - র প্রধান অধিকর্তা (ডিরেক্টর জেনারেল) সুনীতা নারেইন বলেছেন 'মার্কিন আইএনডিসমূহ অনমনীয় বা ন্যায়সঙ্গত কোনোটাই নয়'। সিএসই প্রথম দক্ষিনী উপদেষ্টা মণ্ডলী, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ুর লক্ষ্যের ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছে।

নারেইন আরও বলেছেন যে "আমাদের বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহ - শক্তি (এনার্জি) পরিবহণ, শিল্প ইত্যাদি - কাজ করে চলেছে এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত - যেমন চলছে তেমন - ভাবে কাজ করা চালিয়ে যাবে, যখন বাকী বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে লড়াই করতে জোর কদমে চলছে।"

Founder Dir ector
ANIL AGARW AL

EXECUTIVE BOARD

Chairperson
M.S. SW AMINA THAN

Dir ector General
SUNIT A NARAIN

Deputy Dir ector General
CHANDRA BHUSHAN

Members
B.D. DIKSHIT
BHARA TI CHA TURVEDI
G.N. GUPT A
JAGDEEP GUPT A
MAHESH KRISHNAMURTHY
N.C. SAXENA
N.J. Rao
WILLIAM BISSELL

শক্তির ক্ষেত্রে

সিএসই-র উপ প্রধান অধিকর্তা (ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল) চন্দ্র ভূষণ বলেছেন 'কার্বনের মাত্রা নিচে করার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অর্থনীতিকে স্থানান্তরিত করার জন্য নীতিসমূহ কার্যকর করে নি। এর ফল এই যে, আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতখানি জীবাশ্ম জ'ালানী ব্যবহার ও উৎপাদন করে ২০৩০ সালে তার থেকে ২০ শতাংশ বেশি করবে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি (এনার্জি) ২০৩০ সালে প্রাথমিক শক্তির প্রায় ১৫ শতাংশ কেবলমাত্র অংশদান করবে - যা বর্তমানের থেকে ১১ শতাংশ উঁচুতে।'

ভূষণ বলেছেন "পরি ার বিদ্যুত পরিকল্পনা (সিপিপি), যা বিদ্যুত ক্ষেত্রে দূষিত বায়ু নির্গমন হ্রাস করার জন্য রাষ্ট্রপতি ওবামার সব থেকে অনমনীয় জলবায়ু ব্যবস্থা, এমন কি সেটিও - যেমন চলছে তেমনের - থেকেও কম অনমনীয়। ২০০৫-২০১৪ সালে বিদ্যুত ক্ষেত্রে দূষিত বায়ু নির্গমন বার্ষিক ১.৮ শতাংশ কমেছে, বৃহদভাবে কয়লা থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিবর্তনের কারণে। সিপিপি-র অধীনে, এটি এখন থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত কেবলমাত্র ১.৬ শতাংশ কমবে। এমনকি ২০৩০ সালেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬০ শতাংশ বিদ্যুত, কয়লা এবং গ্যাস থেকে উৎপন্ন হবে।"

পরিবহণের ক্ষেত্রে

যখন বাকী বিশ্ব বুঝতে পারছে যে পরিবহণ-সংক্রান্ত দূষিত বায়ু নির্গমনকে নিয়ন্ণ করার জন্য চলাফেরায় আমূল পরিবর্তন আবশ্যক, যাতে মানুষজন যাতায়াত করে, গাড়ি নয়, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উলটো পথে হাঁটছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন পরিবহণ ব্যবহারের মাধ্যমে মাথা পিছু ভ্রমণ কমে গেছে এবং থেমে গেছে ৮৬ শতাংশ আমেরিকাবাসী বাড়ি থেকে কাজের জায়গায় নিজস্ব গাড়ি ব্যবহার করে যাতায়াত করে - যে প্রবণতা পরিবর্তনের কোনো চিহ্ন দেখায় না। যাত্রীবাহী গাড়ির থেকে দূষিত বায়ু নির্গমন প্রতিবছর ১ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে এবং ২০১৭ সালকে সবথেকে বেশি গাড়ি বিক্রির বছর হিসাবে পূর্বানুমান করা হয়েছে।

"আমাদের বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে যানবাহনের জন্য জ'ালানী যোগ্যতা আদর্শের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি-নির্ভরতা যথেষ্ট নয়। যানবাহন যত কার্যক্ষম হয়ে উঠছে, আমেরিকাবাসী তত গাড়ি চালাচ্ছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে সরে আসতে হবে," নারেইন বলেছেন।

ঘরবাড়ির ক্ষেত্রে

১৯৮০-২০০৯ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহস্থালি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে শক্তির তীব্রতা ৩৭ শতাংশের বিরাট বড় পতন ঘটে। কিন্তু একই সময়ে, আরও বেশি ঘর তৈরী হয় এবং ঘরের আয়তন ২০শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সেই একই সময়ে, দক্ষ যন্পাতির ব্যবহার নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায় - এসবের অর্থ প্রকৃত শক্তির ব্যবহার থেমেছিল এবং কমে যায় নি। প্রভূত লাভ যা হতে পারত - তা এভাবে নষ্ট হল।

শিল্পের ক্ষেত্রে

শিল্প হল একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে দূষিত বায়ু নির্গমন এবং শক্তির ব্যবহার কমেছে। কিন্তু শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এইসব পণ্যসামগ্রী তৈরী করছে না। পরিবর্তে, সব ক্রীত পণ্যের ৬০ শতাংশের জন্য আমদানীকৃত পণ্য এখন দায়ী। নারেইন বলছেন "'এর অর্থ শিল্পজাত দূষিত বায়ু নির্গমন কমে যায় নি, বরং তা বাইরে পাঠানো হয়েছে মাত্র।'"

পণ্যসামগ্রীর ব্যবহারই সমস্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু নীতি পণ্যসামগ্রী এবং পরিষেবার অত্যন্ত দ্রুতহারে ব্যবহারের সমস্যাটির বিষয়ে বলে নি। ১৯৯০ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যসামগ্রী সংক্রান্ত ব্যয় নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। মূল্যের দিক থেকে, ১৯৯০-২০১৪ মধ্যবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর মোট পণ্যসামগ্রী এবং পরিষেবার ব্যবহার দ্বিগুণ করেছে।

ভূষণ বলেছেন "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথা পিছু গৃহস্থালী পণ্যসামগ্রী ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যয়, একটি ইইউ-২৮ গৃহস্থালীর থেকে দ্বিগুণ, চীনের থেকে ২৪গুণ, ভারতের থেকে ৪৪ গুণ, বাংলাদেশের থেকে ৬৪ গুণ এবং মালয়ী গৃহস্থালীর থেকে ১৭৩ গুণ। এইরকম উচ্চমাত্রার পণ্যসামগ্রী ব্যবহার দমন না করলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাস্তবিকভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলা করতে পারবে না।"

শস্তার শক্তি পণ্যসামগ্রীর ব্যবহারের দিকে চালিত করছে

শক্তির ব্যবহারে বৃদ্ধি এবং সেকারণে, কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন, যা শস্তা শক্তির মূল্যের সাথে সরাসরি যুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, শক্তির মূল্য কম এবং দিনে দিনে কমছে। ১৯৯০-২০১৪ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামীণ ব্যবহারকারীর মূল্যসূচক ৮১ শতাংশ বেড়েছে, কিন্তু আবাসিক বিদ্যুতের প্রতি ইউনিট দাম ১২শতাংশ কমেছে। যার ফল : মাথা পিছু বিদ্যুতের ব্যবহার ১৯৯০ সালে ১১,৩৭৩ কিলোওয়াট/প্রতি বছর (কেডাবলিউএইচ/প্রতিবছর) থেকে ২০১৪ সালে ১২,১১৩ কেডাবলিউএইচ /প্রতিবছর হয়েছে। ভূষণ সেদিকে নির্দেশ করে বলেছেন "দামের এই হ্রাস প্রকৃতপক্ষে শক্তির যোগ্যতা উন্নয়নের জন্য সমস্ত প্রচেষ্টার আকাঙ্খিত ফলের বিপরীত"।

সিইএসসির মূল সিদ্ধান্ত সমূহ

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইএনডিসি অনমমীয় নয়, পক্ষপাতশূন্যও নয়: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইএনডিসি ২০২৫ এর মধ্যে ২০০৫ এর মাত্রার নিচে ২৬ থেকে ২৮ শতাংশের মধ্যে দূষিত বায়ু নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। এটি হল ২০২৫ এর মধ্যে ১৯৯০ এর মাত্রার নিচে মাত্র ১৩ থেকে ১৫ শতাংশ দূষিত বায়ু নির্গমন ছাঁটাইয়ের সমতুল। এর অর্থ ২০২৫ - এ মাথা পিছু দূষিত বায়ু নির্গমন ১৩.৫ টন হতে চলেছে। তুলনায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০৩০ সালের মধ্যে ১৯৯০ এর মাত্রার নিচে ৮০ শতাংশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর অর্থ ২০২৫ ইউরোপীয় ইউনিয়নে মাথা পিছু দূষিত বায়ু নির্গমন হবে ৭.০ টন - যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক। ২০২৫ - এ ভারতের মাথা পিছু দূষিত বায়ু নির্গমন ৩.০ - ৩.৫ - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক চতুর্থাংশ।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যান্যদের অনুপাতের বাইরে গিয়ে অবশিষ্ট কার্বন স্থান কুক্ষিগত করা চালিয়ে যাবে, অতীতেও সে যেমন করেছে। বিশ্ব জনসংখ্যার ৫ শতাংশ বিশিষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২০৩০ সাল পর্যন্ত বিশ্ব বাজেটের ১৭.২৫ শতাংশ আত্মসাত করবে। ২০৩০ সালের পরে, অন্যান্য দেশের জন্য খুব অল্পই কার্বন বাজেট বাকী থাকবে।
- প্রাক-২০০৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীন হাউস নির্গমনে নীতি-চালিত নিম্নমুখী প্রবণতার কোনো প্রমাণ নেই। বস্তুতপক্ষে, যেমন অর্থ ব্যবস্থা উঠছে, সেইহারে পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার চলছে এবং পরিণামে দূষিত বায়ু নির্গমন।
- অভ্যন্তরীণের পাশাপাশি আইএনডিসি, সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু পরিবর্তন কার্যনীতিগুলি তৎপর নয়। তারা অর্থ ব্যবস্থাকে নিম্ন মাত্রার কার্বনে রূপান্তরিত করছে না।
- অনমনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে।
- মতানৈক্য শক্তি, আমরা যেমন প্যারিসের জন্য প্রস্তুত করেছি।
- রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনার দ্বারা মীমাংসায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব থেকে বড় মতানৈক্য শক্তি হিসাবে থেকেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেশীয়-নয়-এমন কার্যব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গী, রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনকে সেই ফোরাম যেখানে প্রত্যেক দেশের সাধারণ কিন্তু দায়িত্ববোধ এবং নিজ নিজ ক্ষমতার ক্ষেত্রে ভিন্নতর - ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ছিল, তাকে এমন একটি ফোরামে পরিবর্তিত করেছে যেখানে দেশগুলি দৌড়-প্রতিযোগিতার নিচের দিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।
- নারেইন বলেন " মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূর্বল কার্যনীতির অর্থ প্রত্যেকেরই কার্যনীতি দূর্বল। আজ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অভিধানে শেষ প্রান্ত, দেশীয়ভাবে নির্ধারিত ব্যবস্থা এবং স্বেচ্ছামূলক শব্দগুলি নেওয়া হয়েছে। এগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভাবিত নতুন বুলি। যা শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই মানানসই।"
- তিনি জিজ্ঞাসা করে চলেন : "জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনকে কি আবার কাট-ছাঁট করে হবে-যেমন ২০১০- এ কানকুনে এবং ২০১১ – তে ডারবানে করা হয়েছিল - মার্কিন যুক্তরাষ্টের সুবিধা অনুযায়ী করতে? নাকি আন্তর্জাতিক চুক্তি পদ্ধতিতে বিশ্বকে একত্রিত হতে হবে, যা দূর্বল এবং সবথেকে ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে? প্যারিসে এই সমস্যাটিই ছিল। আর কিছু নয়। বাকী সব হল আলোর খেলা এবং পথ-নাটিকা।